DEC. 30 2001

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৩ .....

সাত হাজার প্রাথমিক শিক্ষক সাত মাস যাবৎ বেতন পাচ্ছেন না

যুগান্তর রিপোর্ট

সাত মাসের বেতন-ভাতা না পাওয়ায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭ হাজার ১৮৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা দারুণ অর্থ সংকটের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছেন। চাকরিনির্ভর এসব শিক্ষক-শিক্ষিকা ও তাঁদের পরিবার অর্থাভাবে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ঈদুল ফিতরের আনন্দ থেকেও বঞ্চিত হয়েছেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা একটু আগেভাগে সচেতন ও আন্তরিক হলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসব শিক্ষক-শিক্ষিকা তাদের বেতন-ভাতা পেতেন বলে ভুক্তভোগীরা জানান। সরকারের 'রিটেনশন অর্ডার' নামের একটি জটিল অফিসিয়াল প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত এসব শিক্ষক-শিক্ষিকারা বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না বলে জানা গেছে। কবে নাগাদ এ জটিলতার জট খুলবে তাও কেউ বলতে পারছেন না।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় '৯২

শিক্ষক : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৩

শিক্ষক : বেতন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সালের ২ মে শাঃ৭/৫/ই. ৯২/ ২০৮/১ (২)/২ নম্বর স্মারকের আদেশ বলে উন্নয়ন প্রকল্প থেকে দেশের ৭ হাজার ১৮৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়। 'রিটেনশন অর্ডার' নামে একটি আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র পাওয়ার পরই কেবল তাঁরা বেতন-ভাতা পান। অতীতে এই প্রক্রিয়ায় বহু কাঠখড় পোড়ানোর পর ছয় মাস অন্তর অন্তর বেতন-ভাতা পাওয়া গেলেও এবার তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ঈদের আগে বেতন পাওয়ার আশায় ভুক্তভোগী শিক্ষক-শিক্ষিকারা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দৌড়-ঝাঁপ করলেও কোন ফল হয়নি। কবে নাগাদ এসব ভাগ্যাহত শিক্ষক-শিক্ষিকা তাদের পাওনা বেতন-ভাতা পাবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

এ ব্যাপারে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, এসব শিক্ষকের চাকরি রাজস্ব খাতে স্থায়ী না হওয়া পর্যন্ত এ ধরনের সমস্যা হবেই। কারণ কাজটি শুধু গণশিক্ষা বিভাগের এখতিয়ারভুক্ত নয়। অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে বিল পাস করিয়ে নিয়ে আসা একটি জটিল কাজ। এসব শিক্ষকের সঠিক তথ্য সংবলিত যাবতীয় কাগজপত্র নিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ এবং অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের যৌথসভায় তাদের রাজস্ব খাতে স্থায়ীকরণের ব্যাপারে সিদ্ধান্তও প্রয়োজন। তাছাড়া এসব ভুক্তভোগী সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন-ভাতা ছাড় করানোর জন্য তদবির করারও লোকজন নেই। আর এ কাজে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। ঘোরাঘুরি করতে হয় নানা স্থানে। এজিতে প্রতিটি বিলের বিপরীতে খরচাপাতি চায়। কে দেবে সেই খরচাপাতি? তাই সৃষ্ট সমস্যাটি সহসাই সমাধানের কোন পথ নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন।

জানা যায়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২১/৫/০১ তারিখের চিঠির সূত্র ধরে ২/৭/০১ তারিখের প্রয়োজনীয় তথ্য চেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে চিঠি দেয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর থেকে ১২/৯/০১ তারিখে দেশের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসকে প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠানোর জন্য চিঠি দেয়া হয়। কিন্তু আজ পর্যন্তও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে অধিদফতরে প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠানো হয়নি।